২০১৭

আধুনিক ভারতীয় ভাষা

বাংলা

(কলা / বিজ্ঞান / সঙ্গীত বিভাগ)

পূর্ণমান – ৫০

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক

উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়

FOURTH DAY

১। নিম্নোদ্ধৃত যে-কোনো ***একটি*** প্রবন্ধের অংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লেখোঃ

(ক) আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত — যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা — যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না ? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না ? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে ? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর ? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর — সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয় ? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর ? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে — যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর — আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা — সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল — ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায় — লক্ষণ।

(অ) আমাদের দেশে বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে 'একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে' যাওয়ার কারণ কী ?

(আ) 'লোকহিতায়' যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কীরকম ভাষা ব্যবহার করেছেন ?

(ই) 'কিম্ভূতকিমাকার' ভাষা বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

(ঈ) 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি' সে ভাষা ব্যবহারের পক্ষে লেখক কী যুক্তি দিয়েছেন ?

(উ) 'গদাই-লস্করি চাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

অথবা

(খ) জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ — এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে — জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতত্রব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা — ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরো মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু

সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।——

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

(অ) জোনাকি পোকা প্রদীপে পোড়া সম্পর্কে অপবিজ্ঞান কী বলে ? ৩

(আ) 'মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও' তেমন নিরাপদ কেন ? ৪

(ই) 'গাটাপার্চা' প্রকৃতপক্ষে কী ? ৩

(ঈ) সেলিউলয়েড কোন্ কোন্ জিনিস তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় ? ৩

(উ) 'কাচকড়া' বলতে কী বোঝ ? ২

২। (ক) নোট বাতিলের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা

(খ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অংশটির অনধিক ৫০ শব্দে পুনর্নির্মাণ করো ঃ ১০

দুর্গাপুরের ঐতিহাসিক জলাশয়কে বাঁচাতে উদ্যোগী হল প্রশাসন। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের অম্বুজা কলোনিতে প্রায় ৮ একর এলাকা জুড়ে জলাশয়। জলাশয়কে কেন্দ্র করে প্রতিবছর হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আবাস গড়ে তোলে। জলাশয়ের পাড়েই চুন-বালি-সুরকির মিশ্রণে গাঁথা নানা আকারের বেলে পাথরের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। বেলে পাথরের খণ্ডে খিলান-সহ তৈরি এই সুড়ঙ্গটির নির্মাণকাল মোগল শাসনের শেষদিকে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অভিমত, উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গটি জলাশয়ের জল সরবরাহ বা অতিরিক্ত জল নির্গমনের কাজেও ব্যবহৃত হত বলে অনুমান। তবে এই সুড়ঙ্গটি পলায়নের গোপন পথরূপেও ব্যবহার হত বলে অন্য একটি পক্ষের অভিমত। এহেন দুর্গাপুরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন আজ বিলুপ্তির পথে। জলাশয়ের পাড় ঘেঁসেই গড়ে উঠেছে বহুতল। তার প্রভাবেই পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। যে পুকুরের জল আগে কোনও দিনই শুকাত না আজ সেখানে জল খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। জলাশয়কে আগাছা, আবর্জনা আরও ঢেকে দিচ্ছে। বহুতল নির্মাণের ফলে চরম আওয়াজে সংসার গুটিয়ে পালিয়েছে পরিযায়ীরা। একদিকে জলাশয়ে জল নেই। জলজ খাবার নেই। স্বাভাবিকভাবেই পরিযায়ীর সংখ্যা কমছে। এহেন অবস্থায় জলাশয়কে বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন।

৩। যে-কোনো ***পাঁচটি*** শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো ঃ ৫

Accident-prone, Belles lettre, Chorus, Dehydration, Elevator, Human Rights, Pantomime, Quack, Sponsor, Zonal Office।

৪। (ক) 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে' — কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো। ১০

অথবা

(খ) 'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ-সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।' —— উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১০

৫। (ক) রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিক চরিত্রটির পরিচয় দাও। ১০

অথবা

(খ) 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ১০